যুগান্তর

তারিখ 16 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য

জুলাই মাসে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদের আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের দুটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। প্রথমটি হল— এ পরীক্ষার জন্য ৪৩৫ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক থেকে ফরম তোলার কথা বলা হয়েছে। পরপর দু'দিন অনুষ্ঠিত তিন প্লাস তিন ছয় ঘণ্টার পরীক্ষার ব্যয়ভার কি ৪৩৫ টাকা হতে পারে? শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় আগ্রহী লাখো বেকারের সঙ্গে পুঁজিবাদী লাভ-লোকসান না কষলে কি হতো না?

দ্বিতীয়ত, এ বছর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরসহ মোট ২৪টি জেলায়। দুঃখজনক ব্যাপার হল, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রত্যেক জেলায়ই এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ১৫টি জেলার বিপরীতে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও ১৫টি। অন্যদিকে আমরা জানি, আয়তনে দেশের বৃহত্তম বিভাগ যথাক্রমে রাজশাহী ও ঢাকা এবং মোট জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের ভিত্তিতে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়। অথচ এ দুটি বিভাগে পরীক্ষা কেন্দ্র মাত্র ১টি করে। শুধু তাই নয়, এক সময় দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা বলে খ্যাত খুলনা বিভাগ, যা হয়ে বর্তমানে ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত, এবারেও মাত্র ১টি মাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র।

এই আঞ্চলিক বৈষম্য কার স্বার্থে, কোন বিশেষ গুণের ভিত্তিতে? প্রচলিত বিবেকবোধের বিরোধী কর্মকাণ্ড যদি দুর্নীতি হয় তবে এটাও কি তার পর্যায়ভুক্ত নয়? চারদিকে যখন সংস্কারের তুফান, তখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এমন কর্মকাণ্ড বিবেকবোধের গলায় পা দেয়ারই সমতুল্য। যদি ঢাকার পাশাপাশি অন্তত ময়মনসিংহ, রাজশাহী বিভাগে বগুড়া বা রংপুর এবং খুলনা বিভাগে কুষ্টিয়া বা বিনাইদহ পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ঘোষিত হতো তবে এ অঞ্চলগুলোর পরীক্ষার্থীদের আর্থিক ও শারীরিক ভোগান্তির পরিমাণ কম হতো।

শাহরিয়ার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়